দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 30 SEP 2007 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫ .....

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষায় খাতা অবমূল্যায়নকারীদের কালো তালিকা হচ্ছে

মোশতাক আহমেদ ॥ ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় খাতা অবমূল্যায়নকারী পরীক্ষকদের কালো তালিকা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রায় বারো জনের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম বলেছেন, এই তালিকা পঞ্চাশের মতো হবে। তালিকাভুক্তদের শাস্তি হিসেবে আজীবনের জন্য পরীক্ষক হিসেবে নিষিদ্ধ করা হবে। একই সঙ্গে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার শূন্য থেকে দশের নিচে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার পাশাপাশি কিভাবে আরও ভাল করা যায় সেজন্য ঈদের পর জেলা-উপজেলা পর্যায়ে সচেতনতামূলক অভিযান শুরু করবে শিক্ষা বোর্ড। বোর্ডের পরীক্ষা তথা এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় ফরম পূরণের সময় অতিরিক্ত টাকা আদায়কারীদের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

প্রতিবছর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর দেখা যায়, প্রচুর শিক্ষার্থী তাদের কাঙ্ক্ষিত ফল না পেয়ে খাতা পুনর্মূল্যায়নের জন্য শিক্ষা বোর্ডগুলোতে ভিড় শুরু করে। কিন্তু ছোটখাটো ভুলগুলো সংশোধন হলেও খাতায় সঠিক নম্বর পাওয়ার হিসেবটি আর সংশোধন হয় না। পরীক্ষকের ভুলের কারণেই এমনটি হয়ে

খারাপ ফলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে

থাকে। কারণ অনেক পরীক্ষক আছেন যাঁরা খাতায় শিক্ষার্থীরা ভাল লিখলেও কম নম্বর দেন। আবার অনেক সময় দেখা যায়, খারাপ লিখলে বেশি নম্বর দেয়া হচ্ছে। আর এই ভুলের কারণে একজন শিক্ষার্থীর জীবনে বয়ে আনে অমানিশার

(২- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের

(প্রথম পাতার পর)

অন্ধকার। এতে করে অনেকে যেমন ফেল করে আবার অনেকে কাঙ্ক্ষিত জিপিএ থেকেও পিছিয়ে পড়ে।

ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মনিরুল ইসলামও বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, হ্যাঁ অনেক পরীক্ষক আছেন, যাঁরা খাতা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করেন না। যেমন কোন শিক্ষার্থী দশের মধ্যে আট পাওয়ার কথা, সেখানে তিনি দিচ্ছেন পাঁচ, এটা মান্য যায় না। তিনি জানান, পরীক্ষার্থীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক খাতা পুনর্মূল্যায়ন করতে গিয়ে এসব বিষয় ধরা পড়ছে। কিন্তু আইনী জটিলতার কারণে এই বিষয়টি সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ যে শিক্ষার্থী পরীক্ষকের ভুলের কারণে দশের মধ্যে আটের জায়গায় পাঁচ পেয়ে গেল সেটা আইনের কারণেই আর সংশোধন করা সম্ভব নয়। তবে অন্যান্য ভুল যেমন যোগ-বিয়োগের ভুল কিংবা ৭১-এর জায়গায় ১৭ লিখা হয়েছে সে জাতীয় ভুলগুলো সমাধান করা হবে এবং করা হচ্ছে।

তিনি জানান, খাতা অবমূল্যায়নকারী পরীক্ষকদের কালো তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। যাঁরা সঠিকভাবে খাতা মূল্যায়ন করেননি সেসব পরীক্ষকদের কালো তালিকা তৈরি করে তাঁদের আজীবনের জন্য পরীক্ষক হিসেবে নিষিদ্ধ করা হবে। প্রধান পরীক্ষক, পরীক্ষক যেই গাফিলতি করুন না কেন তাঁদের সবাইকে ধরা হবে।

তিনি জানান, শুধু তাই নয়, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাসের হার শূন্য থেকে দশের নিচে তাদের কেন ফল খারাপ হলো তা জানতে আসন্ন ঈদের পর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অভিযান শুরু করবে তারা। এসব প্রতিষ্ঠানে কিভাবে ফল আরও ভাল করা যায় সেসব বিষয়েও গাইডলাইন দেয়া হবে।

এদিকে প্রতিবছর দেখা যায়, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় নানা ছুতোয় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফীর চেয়ে কয়েকগুণ বেশি টাকা আদায় করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। এ নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হলেও কোন ফল হয় না। বরং অসহায়ের মতো বাড়তি টাকা গুণেই যাচ্ছেন তাঁরা। ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, যাঁরা বাড়তি টাকা নেন তাঁদের খোঁজ খবর নেয়া হচ্ছে। যদি নির্ধারিত ফীসের বাইরে অতিরিক্ত ফী নেয়া হয় তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। বরিশাল বোর্ড ইতোমধ্যে অতিরিক্ত ফী আদায়কারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছে।